53

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রসঙ্গে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৯-৩-৯৭ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আলোচনা করেন। সেই সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জানান যে, ইতিপূর্বে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইলেও বর্তমানে তাহা বন্ধ রাখা হইয়াছে। শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পর বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার ব্যাপারে অনুমতির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে বলিয়াও তিনি জানান। এক পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যে আগ্রহ দেখা যায় তেমনটি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় দেখা যায় না। বিশেষ করিয়া তিনি ঢাকা শহরে প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে আমি বলিতে চাই, বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ না হইবার কারণ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে সহজ নিয়ম চালু আছে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তেমন সহজ নিয়ম চালু নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বোর্ডের এমনকিছু নিয়ম রহিয়াছে, যাহা অনেকের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। ঢাকা শহরে অনেক কিণ্ডারগার্টেন স্কুল রহিয়াছে। সেগুলির পড়াশুনার মান প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ নয়। সরকার ইচ্ছা করলে ঐ স্কুলগুলিকে অনুদানবিহীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে পারেন। সরকার যেখানে দেশে একাধিক প্রকার শিক্ষা পদ্ধতি চালু রাখিয়াছেন, সেখানে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি না দেওয়ার পিছনে কি কারণ থাকিতে পারে। তাহা আমার বোধগম্য নহে। শিক্ষা ক্ষেত্রকে যদি পরিচালনা করিতে হয় ও ১০ বৎসরের মধ্যে সকলকে শিক্ষিত করার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করিতে হয়, তাহা হইলে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়া এইসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের এস,এস,সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দিতে হইবে। বিষয়টির প্রতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—মোঃ রবিউল আলম, ২০২ পশ্চিম মনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা ১২১৬।